সংবাদ
আগস্ট ২০১৫
BOOK POST PRINTED MATTER
কৃষি,স্বাস্থ্য,পরিবেশ ও বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক এই তথ্য-মাসিক কোনো সংবাদপত্র নয়, বরং সংবাদ বিনিময়-পত্র। এই বিনিময়-প্রয়াসে যুক্ত বাংলা-আসাম -ত্রিপুরা-বাংলাদেশ সহ বঙ্গভাষী বৃত্তের বিবিধ আঞ্চলিক সংবাদ-সাময়িকী।
পরিষেবা

মাংস আর দুধ

২১/১৮

ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলোয় ফল ও শুঁটি জাতীয় খাবার খাওয়ার অভ্যাসটা অনেকটাই এখন বদলে যাচ্ছে। ফল ও শুঁটির বদলে ওখানে মাংস আর দুধের খাবার খাওয়ার ঝোঁক বাড়ছে। এইসব একটা নতুন সমীক্ষা থেকে জানা গেছে। দেখা যাচ্ছে গোলকায়ন, বাজারের কারসাজি ও জীবনযাত্রার ধাঁচ ধরনের বদল এই অভ্যাস চলে যাওয়ার কারণ।

প্রায় লোপাট জলাভূমি

২১/১৯

বঙ্গালুরুর ৫৪ শতাংশ জলাভূমির অনেকটা দখল করে, ভরাট করে বড় বড় বাড়ি আর আবর্জনার ঢিবি করার জায়গা করা হয়েছে। এইসব কথা জানতে পারা গেল চলতি একটি সমীক্ষা থেকে। এর ভেতর ওখানে ভারথুর লেকে আগুন ধরে গিয়েছিল। এই সমীক্ষাটা ওই আগুন ধরার পরই হয়েছে। দেখা গেছে ৬৬ শতাংশ জলাভূমি ময়লা জলে দূষিত, ১৪ শতাংশ জলাভূমির চারপাশে বস্তি আর ৭২ শতাংশ জলাভূমির অববাহিকা নেই।

এই সমীক্ষা করল ব্যাঙ্গালোরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সের সেন্টার ফর ইকোলজিক্যাল সায়েন্সের গবেষকরা। গবেষকদের প্রধান হিসেবে ছিলেন অধ্যাপক টি ভি রামচন্দ্র।

বাতাস

২১/২০

দিল্লিতে দূষিত বাতাস থেকে অকাল-মৃত্যু ভীষণ বাড়ছে। এইভাবে এখন অব্দি মারা গেছে ৩০ হাজার মানুষ। প্রতিদিনের হিসেবে গড়ে তা ৮০ জন। বাতাসের রেসপিরেবল পার্টিকুলেট ম্যাটার থেকেই এই মৃত্যু। এইভাবে সবচেয়ে বেশি মানুষ মারা যাচ্ছে হৃদরোগ বা স্ট্রোকে। অথচ দিল্লির বাতাসকে দূষণমুক্ত করে জাতীয় মানের কাছাকাছি আনলে ৪৫ শতাংশ মৃত্যু এড়ানো যায়। এইসব কথা বেরিয়েছে এনভায়রনমেন্ট সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি গবেষণা-পত্রিকায়। এইসব কথা লিখেছেন বিজ্ঞানীরা।

আলাস্কায় এরকম হচ্ছে কেন ?

২১/২১

গরমকালে গরম এমন বাড়ছে যে আলাস্কায় কোনো কোনো দিকে সাদা স্প্রুস গাছের বৃদ্ধি একেবারে কমে গেছে, আবার কোথাও কোথাও একই গাছ আগের থেকে অনেক ভালো বাড়ছে। আলাস্কায় ভেতরের একদিকের জঙ্গল একেবারে শেষ হওয়ার মুখে।

এইসব কথা বার হয়েছে একটা গবেষণা থেকে। গবেষণাটা করেছে আলাস্কা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেয়ারব্যাংকস স্কুল অব ন্যাচারাল রিসোর্সেস ও পারি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা।

ইন্দোনেশিয়া জঙ্গল রক্ষায় পেছিয়ে

২১/২২

ইন্দোনেশিয়া জঙ্গল রক্ষায় খানিকটা পেছিয়ে আছে বলে জানা গেছে। এই কথাটা জানা গেছে দ্য ফরেস্ট গর্ভনানন্স ইনডেক্স ২০১৪ থেকে। ১-১০০-র নির্দিষ্ট মানের সুচক ইন্দোনেশিয়া পেয়েছে ৩৫.৯৭। তবে ইনডেক্স এই কথাও বলেছে যে ইন্দোনেশিয়া জঙ্গলে মূলবাসীর-ভূমি অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে ও গাছ কাটার মঞ্জুরি-পত্র দেওয়ার নিয়মকানুন রদবদল করেছে।

দূষণ আটকাতে মাইক্রোসফট চিনে

২১/২৩

চিনে বাতাস একেবারে খারাপ হয়ে গেছে। চিনে বেইজিংসহ একচল্লিশটা শহরেই এই অবস্থা। এই দূষণ-চিনের একেবারে মাথা ব্যথার কারণ হয়েছে। মাইক্রোসফট এই ব্যাপারে চিনকে সাহায্য করবে বলেছে। তারা এইজন্য একটা মোবাইল অ্যাপ বানিয়েছে যার নাম 'ইয়োর ওয়েদার'। এই অ্যাপ নিয়ে সামনের দ-দুদিনের আগাম খবর পাওয়া যাবে। এই অ্যাপ প্রথমে ৩০০ কিলোমিটার দুরত্বের দূষণ মাপার সরকারি স্টেশন থেকে তথ্য ও আবহাওয়ার খবর নিয়ে সবাইকে বাতাসে দূষণের মাত্রা জানিয়ে দেবে।

এভারেস্ট কি চেনা যাবে না

২১/২৪

এই শতাব্দীর শেষের দিকেই এভারেস্টের চারদিকের অবস্থা একদম বদলে যাবে। এইটা হবে ওই জলবায়ু বদল আর গরম বাড়ার জন্য। এইভাবে গরম বাড়তে থাকলে নেপালের দিকের এভারেস্টের বেশিরভাগ হিমবাহ গলে সাফ হয়ে যাবে। দেখা যাচ্ছে মাঝারিরকম গ্রিন হাউস গ্যাস বেরোলেই এভারেস্টের ৭০ শতাংশ হিমবাহ জল হয়ে যাবে। এইসব একটা সমীক্ষা করে বেরিয়েছে। সমীক্ষাটা ছাপা হয়েছে দ্য ক্রায়োস্ফিয়ার নামের একটি পত্রিকায়।

নেপালি চলে

২১/২৫

নেপালে বাজার নেই বলে অনাদি নামের একটা দেশি ধানের চাষ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এখন আবার শুরু হয়েছে। এই চালের নতুন করে বাজার তৈরি করা হয়েছে। এই বাজার তৈরি করতে সাহায্য করছে একটা সমবায় যার নাম প্রতিজ্ঞা। এই কোঅপারেটিভটা ধারবাকি দিচ্ছে, অল্প সুদে টাকা ধার দিচ্ছে আবার বাজারের জন্য ধান কিনে নিচ্ছে।

এই সমবায়ে আছে ১৫ জন আর জায়গাটা পোখরা ভ্যালির কাছে। দিনে দিনে অনাদির চাহিদা বাড়ছে, ফলে হারিয়ে যাওয়া একটা ধানের চাষও বাড়ছে।

ক্যান্সারে পেঁপে

২১/২৬

ক্যান্সার আটকানো যাবে পেঁপে খেলে। পেঁপের ভেতর লাইকোপেন আর ক্যারোটেনয়েডস আছে। এই দুটো উপাদান ক্যান্সার আটকাতে পারে। ক্যারোটেনয়েডস আছে এই কথাটা সহজে বোঝা যায় পাকা পেঁপের গোলাপি রং থেকে। স্তন ক্যান্সার আর প্রস্টেট ক্যানসারে এই পেঁপে বিশেষ করে ভালো। এইসব বলেছে মেক্সিকো ও ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা।

নোংরা কথা

২১/২৭

আবর্জনা দুর করার জন্য একটা দারুণ কাজ করেছে কর্নাটকের তিনটে গ্রাম পঞ্চায়েত। এরা সবাই মিলে একটা যন্ত্র দিয়ে এই আবর্জনা থেকে বায়ো-কম্প্রেসড প্রাকৃতিক গ্যাস বানাচ্ছে। এই যন্ত্রটার নাম বায়োমিথেনাইজেশন গার্বেজ প্রসেসিং ইউনিট। এই তিনটে পঞ্চায়েতের নাম হচ্ছে, কান্নমঙ্গলা, দোদ্দাবনহালি ও সিগেহাল্লি। পঞ্চায়েতগুলো এই কাজটা করেছে নোবেল এক্সচেঞ্জ এনভায়রনমেন্ট সলিউশনস-এর সঙ্গে। এটা একটা ব্যক্তি ও সরকারের যৌথ অংশীদারিত্ব কাজ, মানে পিপিপি মডেল আর আবর্জনা সাফাই ও ব্যবহার বোঝারও একটা ভালো উদাহরণ।

পুর্নমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

দিল্লি হেরে গেল

২১/২৮

হাওয়ার দূষণে চেন্নাই দিল্লিকে ছাড়িয়ে গেছে। এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স অনুযায়ী মোটামুটি প্রতিদিন দিনের অর্ধেকটায় চেন্নাইয়ের বাতাসের মান হয় খারাপ, নয় খুব খারাপ। ভীষণ দূষিত দিনের সংখ্যাও অনুপাতে সবচেয়ে বেশি।

কী না হয় !

২১/২৯

দিল্লিতে ময়লা জল থেকে খাবার জল বানানো হচ্ছে। দিল্লির কেশোপুর-এ এই কাজটা হচ্ছে। কাজটা করছে দিল্লি জল বোর্ড সানা বলে একটা সংগঠনের সঙ্গে। ময়লা জল থেকে খাবার জল বানানোর কাজ আমেরিকায় হয়েছে। এই পদ্ধতিতে নোংরা জল পরিস্রাবণে রয়েছে পাঁচটা ধাপ। ব্যবহার করা হচ্ছে ন্যানো মেমব্রেন ফিল্ট্রেশন নামে একটা প্রযুক্তি।

মৌমা ছিঃ

২১/৩০

উত্তর আমেরিকা আর ইউরোপে বাম্বল মৌমাছিটা কমে যাচ্ছে। এই মৌমাছিটা ঠান্ডা ভালবাসে। কিন্তু এখন এই মৌমাছির থাকার জায়গাটা গরম হয়ে যাচ্ছে। বাম্বল তাই এইখান থেকে চলে যাচ্ছে। কানাডার অটোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. জেরেমি কের ও তার সহকর্মীর এই মৌমাছি নিয়ে গবেষণা করছেন। এই তথ্য ওই গবেষণা থেকে এল। বলা হচ্ছে, জলবায়ু বদলের ফলেই নাকি এইসব ঘটছে।

ফরাসি হাওয়া

২১/৩১

ফ্রান্সে বাতাস এমন দূষিত হয়েছে যে বছরে এই জন্য ১০১.৩ বিলিয়ন ইউরো ক্ষতি হচ্ছে। এই টাকার অনেকটাই যাচ্ছে রোগের চিকিৎসায়। এই নিয়ে বানানো একটা রিপোর্ট নিয়ে এইসব কথা বলেছে ফরাসি সেনেটর জঁ প্রসিস হসো। আবার এই জন্য ফ্রান্সে বছরে ৪২,০০০ অকালমৃত্যু ঘটছে। দূষিত বাতাসের জন্য ফ্রান্সে ক্যান্সার বেড়েছে, অ্যাজমা বেড়েছে, অ্যালার্জি বেড়েছে। এইসব আবার জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

গেল গেল... !

২১/৩২

গরম আর বৃষ্টি বেড়ে যাওয়ায় গ্রিনল্যান্ডের বরফ কমে যাচ্ছে। গরম বাড়ার ফলে বরফ গলছে আর বৃষ্টি বাড়ার ফলে সেইগুলো ধুয়ে চলে যাচ্ছে। ড. স্যামুয়েল ডয়েল আর একটা আন্তর্জাতিক দল এই নিয়ে গবেষণা করছে। গবেষণাটা বেরিয়েছে নেচার জিও সায়েন্স পত্রে।

শক্তির আরাধানায় !

২১/৩৩

ব্রাজিল আর আমেরিকা ২০৩০ সালের ভেতর ২০ শতাংশ বিদ্যুতের ব্যবস্থা করবে নবীকরণ যোগ্য শক্তি থেকে। ব্রাজিল আবার ১২ মিলিয়ন হেক্টর জঙ্গলও বানাবে বলে ঠিক করছে। জঙ্গলটা বানাবে জলবায়ু বদলের কার্বন দূষণ কমিয়ে আনার জন্য। এই পুরো কাজটাই হচ্ছে জলবায়ু বদল রোখার ব্রাজিল-মার্কিন উদ্যোগ থেকে। এই উদ্যোগ-এর ফলে আমেরিকাকে সৌর ও বায়ু শক্তি সহ সমস্ত নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎপাদন আরো তিনগুণ বাড়াতে হবে, ব্রাজিলের ক্ষেত্রেও এই শক্তির উৎপাদন দ্বিগুণ করতে হবে।

অগ্রদূত

২১/৩৪

কেরলের সজিবন কভুমগারো বলে একজন সবজি গাছ নিয়ে ঘরে ঘরে প্রচার করছে। সজিবন সেই সবজিগুলো নিয়েই প্রচার করছে যেগুলো আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে আছে কিন্তু আমরা নজর করি না। সজিবন এমনিতে একটা সরকারি চাকরি করে।

তার এই কাজটার নাম মালায়ালি ভাষায় ইলিয়ারিভা। ইলিয়ারিভা মানে পাতা খাওয়া যায় এমন সবজি গাছ নিয়ে জ্ঞান। এর ভেতর সজিবন এই বিষয়টা নিয়ে ৩৫০টা কর্মশিবির করেছে। আবার স্কুলে স্কুলে মেলাও করেছে। কোথাও কোথাও সজিবন এইসব রান্না

পুনর্মুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

করেও খাইয়েছে। ভেতর সজিবন এই সবজি গাছ নিয়ে ৩৫০ টা কর্মশিবির করেছে। আবার স্কুলে স্কুলে মেলাও করেছে। কোথাও কোথাও সজিবন এইসব রান্না করেও খাইয়েছে।

নো ডিজেল

২১/৩৫

ইংল্যান্ডে ডিজেল গাড়ি নাইট্রোজেন অক্সাইড ধরনের গ্যাসগুলো বেশি করে ছাড়ছে। এই পরিমাণটা ইউরো ফাইভ এমিশন নর্মকে ছাড়িয়ে গেছে। এখন ওখানে একটা ডিজেল গাড়ি থেকে এই গ্যাসগুলো বেরোনোর পরিমাণ ১৭টা পেট্রল গাড়ির সমান হয়ে গেছে। এই খবরগুলি পাওয়া গেল লন্ডন অ্যাসেম্বলির সদ্যতন প্রতিবেদন থেকে।

গুজরাট মডেল ?

২১/৩৬

গুজরাটে জৈব চাষের জমি সরকার বাড়াচ্ছে। এইজন্য একটা জৈব কৃষিনীতি বানানো হয়েছে। এইজন্য ১০ কোটি টাকা চলতি অর্থবর্ষে বরাদ্দ করা হয়েছে। গুজরাট সরকার সারা গুজরাট জুড়ে ৬৫০ জন চাষি, ১৩০ জন বিজ্ঞানীর সঙ্গে কথা বলেছে। কথা বলেছে সাধারণ মানুষজনের সঙ্গেও। আগামী পাঁচ বছরে জৈব চাষের জমি বাড়িয়ে সরকার দশগুণ করবে বলে ঠিক করেছে। এখন চাষ হচ্ছে চার হেক্টর জমিতে। জৈব চাষ প্রসারে রাজ্য হিসেবে গুজরাট দেশে নবম হল।

ন তু ন | ব ই

পাঁচ সবজি বীজের কুলুজি। পাঁচে পঞ্চবাণ। পাতা থেকে পাতায়, পাঁচ সবজির ২৭ জাত। ৪ শাক, ৫ লংকা, ৫ কুমড়ো, ৬ শিম ও ৭ বেগুন। এক-একটা পাতা ধরে এক-একটা সবজি, ইংরেজি ও বাংলা দুই ভাষায়। সবজি ধরে ধরে বোনার সময়-পদ্ধতি, বীজ ও উৎপাদনের হার, সহ্যক্ষমতা ও ফসল তোলার সময় একেবারে বিস্তারিত। শেষ পাতায় আবার এইসব বীজ পাওয়ার হালহদিস।

দেশজ বীজ পুস্তকমালার ধারাবাহিক প্রকাশনায় এটি প্রথম বই।

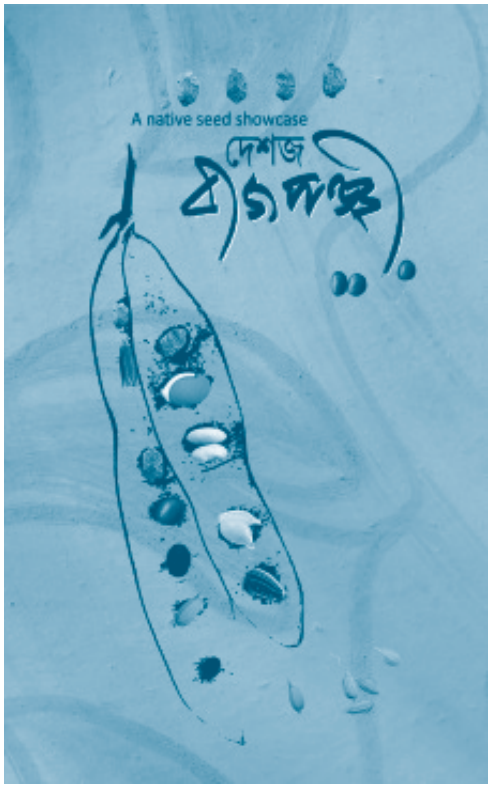

৭/৪.২ সাইজ ।। সিনরমাস আর্ট পেপার।। ২৮ পাতা ।। ৪০ টাকা

২৪৪২ ৭৩১১ ।। ২৪৪১ ১৬৪৬ ।। ২৪৭৩ ৪৩৬৪

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার,৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২। দূরভাষ ২৪৪২ ৭৩১১,২৪৪১ ১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক ৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস : শিপ্রা দাস, রূপায়ণ : অভিজিত দাস
সম্পাদক : সুব্রত কুন্ডু